বার্ষিক সংখ্যা

VOL-10 । ২০০/-

জল জঙ্গল পত্রিকা

সংরক্ষণের জন্য শেষ পর্যন্ত

www.boikarigar.com

ISSN 2456-2459

জল

জলাশয় ঃ হাঁসডাঙ্গা বিল
লোকনদী ঃ তারাফেনী
লোকনদী ঃ খড়ি

জঙ্গল

ভদ্রা টাইগার রিজার্ভ
ঝালনা রিজার্ভ ফরেস্ট
করবেট ন্যাশনাল পার্ক

পাখি

বিদারের পাখি
গুজরাট উপকূলের পাখি
স্কারলেট ব্যাকড ফ্লাওয়ার পেকার
সিকিমের চেনা পাখি অজানা গল্প

প্রজাতি

বুনো গাধা
ক্যাপ্‌ড ল্যাঙ্গুর
আউলেট মথ
ফ্যান থ্রোটেড লির্জাড
আন্দামানের প্রবাল ঐশ্বর্য

পরিবেশ চর্চা

ইকো-ট্যুরিজম ও ভোগ সর্বস্ব ইকো-ট্যুরিস্ট
সবুজ নীল ডায়েরি

অ্যালবাম

কভার ছবি ঃ সৈকত ঘোষ

ISSN 2456-2459

জল

জলাশয় ঃ হাঁসডাঙ্গা বিল
লোকনদী ঃ তারাফেনী
লোকনদী ঃ খড়ি

জঙ্গল

ভদ্রা টাইগার রিজার্ভ
ঝালনা রিজার্ভ ফরেস্ট
করবেট ন্যাশনাল পার্ক

পাখি

বিদারের পাখি
গুজরাট উপকূলের পাখি
স্কারলেট ব্যাকড ফ্লাওয়ার পেকার
সিকিমের চেনা পাখি অজানা গল্প

প্রজাতি

বুনো গাধা
ক্যাপ্‌ড ল্যাঙ্গুর
আউলেট মথ
ফ্যান থ্রোটেড লির্জাড
আন্দামানের প্রবাল ঐশ্বর্য

পরিবেশ চর্চা

ইকো-ট্যুরিজম ও ভোগ সর্বস্ব ইকো-ট্যুরিস্ট
সবুজ নীল ডায়েরি

অ্যালবাম

ছবি ঃ সৈকত ঘোষ
Flamingo

মূল্য : ২০০ টাকা

ভদ্রা টাইগার রিজার্ভ

লেখা ও ছবি : দীপাঞ্জন চক্রবর্তী

পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা বা ওয়েস্টার্ন ঘাট এর প্রতি আমার দুর্বলতা অনেক দিনের। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট এই পর্বতমালা ও তার সংলগ্ন এলাকা। জীববৈচিত্র বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা এখানে না এলে বোঝা সম্ভব নয়। অবশ্য, শুধুমাত্র জীববৈচিত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে সুবিশাল এই জগতটার প্রতি সুবিচার করা হয় না। এ এমন এক পৃথিবী, যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে মোহাবিষ্ট করে ফেলে। যার অনুরণন সাময়িকতার গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে যায় অসীম কালসাগরে। আর হয়ত ঠিক এই কারণেই, বিস্তীর্ণ এই পর্বতমালার অমোঘ আকর্ষণ আমাকে বারবার সম্মোহিত করে। এ এমন এক আহ্বান, যাকে প্রতিহত করা আমার সাধ্যের অতীত।

এবারের যাত্রা ভদ্রা টাইগার রিজার্ভ। ভদ্রা টাইগার রিজার্ভ মূলত কর্নাটকের চিক্কমাগালুরু জেলায় অবস্থিত, যদিও এর একটি ছোট্ট অংশ শিবমোগা জেলার ভদ্রাবতী তালুকের মধ্যে পড়ে। আমরা যারা ব্যাঙ্গালোর এর বাসিন্দা, তাদের এখানে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছতে ঘণ্টা পাঁচেক সময় লাগে। দূরত্ব প্রায় ৩০০ কিমি। ১৯৫১ সালে তৎকালীন মহীশূর সরকার এই জায়গাটিকে জাগারা ভ্যালি ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্চুয়ারি (Jagara valley Wildlife sanctuary) হিসেবে ঘোষণা করে। প্রায় ৭৮ বর্গ কিমি নিয়ে ছিল এই অভয়ারণ্য। এর বেশ কিছু দিন পরে সমগ্র অঞ্চল এবং আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগতের সিস্টেমেটিক সার্ভে করা হয়। যার ফলস্বরূপ এই অঞ্চলটি তার বর্তমান সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ১৯৭৪ সালে নামকরণ হয় 'ভদ্রা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্চুয়ারি'। তারও বছর পঁচিশ পর, অর্থাৎ ১৯৯৮-৯৯ সালে প্রোজেক্ট টাইগারের নেকনজরে পড়ে এই জায়গাটির নামকরণ হয় ভদ্রা টাইগার রিজার্ভ। এই রিজার্ভটির কোর বা ক্রিটিক্যাল টাইগার হ্যাবিটেট প্রায় ৫০০ বর্গ কিমি। Buffer বা Peripheral Zone ৫৭০ বর্গ কিমি। অর্থাৎ পুরো রিজার্ভটি ১০৭০ বর্গ কিমি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। প্রকৃতি এই রিজার্ভটিকে একটি Saucer Dish আকারে সাজিয়েছে।

গুজরাট উপকূলের পাখি

লেখা ও ছবি : রুবী সরকার

অনেক দিনের প্ল্যান করা, গুজরাটে পাখি দেখতে থল, নল সরোবর এবং লিটিল রণ যাব। আমাদের ভ্রমণ এর প্রধান উদ্দেশ্য ফ্লেমিঙ্গো পাখি দেখা ও একটু ছবি তোলা। কলকাতা থেকে আমেদাবাদ গিয়ে প্রথমে চলে যাই নল সরোবর, যার দূরত্ব আমেদাবাদ থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে আনুমানিক ৭৫ কিঃ মিঃ গাড়িতে সময় লাগে প্রায় দুঘণ্টা । ১৯৬৯ সালে নল সরোবর গুজরাটের বৃহত্তম ওয়েট ল্যান্ড বার্ড সাঙ্কচুয়ারিতে পরিণত হয়েছে। এর আয়তন আনুমানিক ১২০,৮২ বর্গ কিঃ মিঃ। এখানে প্রধানত জলজ পাখি ও পরিযায়ী পাখি পাওয়া যায়। এখানে শীতকালে প্রায় ২১০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে বেশ কিছু বিরল প্রজাতির।

নল সরোবর যেন পাখিদের স্বর্গরাজ্য। কি নেই এখানে, ফ্লেমিঙ্গো, পেলিকান, ক্রেন ও ফ্যালকন থেকে শুরু করে প্রচুর প্রজাতির পরিযায়ী পাখি দেখা যায়। আমরা এখানে প্রথমে নিজেরাই ঘুরে দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না, জেটি ঘাটের কাছে আলাপ হল আকবরের সঙ্গে, আমরা গাইড হিসেবে নিলাম তাকে। তার নাম শুনেই নাম মনে পড়ে গেল 'অমর আকবর অ্যান্টনি সিনেমাটার কথা। তাকে দেখার পর সত্যি মনে হল হিরো আকবর। কথাবার্তা বেশ ভদ্র নম্র, চোখ তো নয় যেন দূরবিন, আমাদের দু-দিনের সঙ্গী হল এই হিরো। প্রথমে ও জেনে নিল আমরা কী চাই, আমাদের সঙ্গে আলোচনার পর ও আমাদের বলল, 'আপনারা যা চাইছেন তা খুঁজতে গেলে নল সরোবরে ট্যুরিজম জোনে ঘুরলে পাওয়া যাবে না, আপনারা রাজি থাকলে আমি আপনাদের ট্যুরিজম জোন ছেড়ে অন্য দিকে নিয়ে যাব।' আমরা রাজি হয়ে গেলাম।

আমরা পরের দিন ভোর ৫টায় রেডি হয়ে আকবর এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। চার দিক অন্ধকার, রাস্তায় মোড়ে মোড়ে লোকজন আগুন জ্বালিয়ে তাপ পোহাচ্ছে। আমরা ও রাস্তার ধারে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম পাখি দেখার উদ্দেশে। কিছুক্ষণ গাড়িতে গিয়ে, আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নৌকা নিয়ে নল সরোবরে পাড়ি দিলাম। নল সরোবরের নাব্যতা খুবই কম, সবচেয়ে বেশি ৪ মিটার। একটু এগোতেই দু তিন রকমের পাখি, আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি, ছবি তোলা গেল না, আকবর বলল আবার পাবেন, তখন ছবি তুলবেন, এখন দেরি করলে ফ্লেমিঙ্গো দূরে চলে যাবে। নৌকা এগিয়ে চলল, অল্প কিছু সময় পরে এক ঝাঁক লেসার ফ্লেমিঙ্গো দেখতে পেলাম, নৌকা যত আগে যায় ওরা পিছিয়ে যায়।

একটু পরে আমরা একটা চরাতে নেবে পড়লাম। এই চরাতে আমরা দেখতে পেলাম Pratincole– Common Starling– Lapwing– Dalmatian Pelican ইত্যাদি। আবার নৌকায় উঠে এগিয়ে চলেছি , মাথার ওপর দিয়ে বিশাল এক ঝাঁক damsel crane উড়ে চলে গেল, এতো সংখ্যাই ছিল যে আকাশই দেখতে পেলাম না। আকবর বলল, ঐ গুলো আমরা দেখতে পাব লেকের আশপাশের মাঠে, সারাদিন থাকে। এরই মধ্যে একটি পারিয়া গ্রীন ফাঙ্কন জল থেকে মাছ তুলে নিয়ে উড়ে গেল। Pied common Kingfisher এরও অভাব নেই। সকালবেলা সবাই ব্যস্ত মাছ ধরতে। হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে বিশালাকৃতি পেলিকান উড়ে গেল, যেন মনে হল হেলিকপ্টার চলে গেল। এ ছাড়া আমরা দেখলাম ব্ল্যাক উইংগড কাইট উড়ে গেল, পায়ে তার শিকার ধরা রয়েছে। এই সব দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। নৌকা থেকে নেমে আমরা একটা ধাবায় তিন জনে লাঞ্চ করতে গেলাম। খেতে খেতে গাইড আকবর বলল সারস ক্রেন দেখতে হলে

স্কারলেট ব্যাকড ফ্লাওয়ার পেকার

লেখা ও ছবি : সৌমজিৎ বিশ্বাস

২০১৯ এর শীতের এক সুন্দর সকাল। আমি জহর কুঞ্জের ছবি তুলছি। হঠাৎই টি-সিট টি-সিট সুরের ডাক শুনতে পেয়ে সচকিত হয়ে ক্যামেরা তাক করি। দেবদারু গাছের মাথায় ফোকাস করতে ছোট এই পাখিটিকে প্রথম বার দেখতে পাই।

পাখিটি সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়ার আগে কুঞ্জের পরিচিতি সেরে নেওয়া যাক।

জহরকুঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর সাবডিভিশনের অর্ন্তগত। জহর কুঞ্জের দক্ষিণ ধার ঘঁষে বয়ে চলেছে হুগলি নদী, পূর্বে বহুল পরিচিত গান্ধী ঘাট, পশ্চিম দিকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের টুরিস্ট লজ মালঞ্চ, উত্তরে ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ার পাকা রাস্তা আর রয়েছে বনদপ্তর রেঞ্জ অফিসারের কার্যালয়। নানান ধরনের গাছ-গাছালি দিয়ে সজ্জিত এই উদ্যানে রয়েছে দুটি জলাশয়। শীত কালে বনদপ্তরের পরিচর্যায় নানা রঙের ফুলে সেজে ওঠে তার রূপ। শীতের সময় এই স্থানটি বনভোজনের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। বাগানে প্রবেশের জন্য অবশ্যই টিকিট নিতে হয় । জহর কুঞ্জে বটল ব্রাশ গাছে মূলত দেখতে পাওয়া যায় ছোট্ট এই সুন্দর পাখিটি। বটল ব্রাশ ফুলের পুষ্পরস এদের খুব প্রিয় বলে মনে হয় । আকারে ছোট এবং পিঠের পালকের তাক লাগানো উজ্জ্বল লাল রং আমায় মুগ্ধ করেছিল। মনে জেগে ওঠা কিছু প্রশ্ন নিয়ে সে দিন বাড়ি ফিরেছিলাম। কৌতূহল মেটাতে পাখি ও পরিবেশ বিষয়ক কিছু বই এবং ইন্টারনেট ছিল আমার সম্বল।

এই পাখিটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, পিঠের পালকের রক্তবর্ণ এবং নামের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত স্কারলেট ব্যাকড্ ফ্লাওয়ার পেকার নামেই এর পরিচিতি। শুরুতে ১৭৫৮ সালে লিনিয়াস (Linnaeus) সাহেব তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Systema Natural এর দশম সংস্করণে একেTree Creepers (বৃক্ষকোটারে কীট সন্ধানে ফেরা পাখি) এর অন্তর্গত করেছিলেন এবং দ্বিপদ (Binomial) নাম দিয়েছিলেন certhia cruertate, পরে অবশ্য ১৯০৪ সালে ফ্লাওয়ার পেকার (ছুঁচোলো ঠোঁট দ্বারা ফুল ঠোকরানো পাখি বিশেষ), Dicacidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে